কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন হচ্ছে আজ উঠছে মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

দেশে প্রথমবারের মতো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন হচ্ছে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করাই এই আইনের লক্ষ্য। এ জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে। এটি আজ সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

যারা বিদ্যালয়ে কখনোই যায়নি, আবার যারা বিদ্যালয়ে গেলেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি তাদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার জন্য সরকারিভাবে নানামুখী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে এসব কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের ফলে সে কাজে গতি আসবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, দেশে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে ৪০.৯৩ শতাংশ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ও সমন্বয়ের জন্য নতুন আইনে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আশরাফুল ইসলাম জানান, এই বোর্ড বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার আয়োজন করবে। একজন নিরক্ষর শ্রমিক কোনো কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে থাকলে সে এই বোর্ডের আওতায় পরীক্ষা দিয়ে দক্ষতার সনদ নিতে পারবে। যার মাধ্যমে সে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে উপার্জনের সুযোগ পাবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন সম্পর্কে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আমাদের শিক্ষানীতিতে সমন্বিত শিক্ষা আইনের কথা বলা হয়েছে। সেই সমন্বিত শিক্ষা আইন না করে উপানুষ্ঠানিকের জন্য কেন আলাদা আইনের প্রয়োজন হলো তা বুঝতে পারছি না। এটা কতখানি কাজে লাগবে জানি না। সমন্বিত শিক্ষা আইনের মাধ্যমেই এই কাজগুলো করা যেত।'